১৭/৭/২০০১

তারিখ ...........
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪......

যুগান্তর

# রাতে গুলি বোমায় ঢাবি ক্যাম্পাস প্রকম্পিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আতঙ্ক আরও বেড়ে গেছে। ছাত্রদল যে কোন সময় হল দখল করতে পারে সার্বক্ষণিক এমন গুঞ্জনের মধ্যে গতকাল রাতে গুলি ও বোমাবর্ষণে ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

গুলি ও বোমার শব্দে আশপাশ এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

ঢাবি : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৬

১) সাদা পোশাকে পুলিশ; (২) ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল; (৩) পুলিশের সতর্ক পাহারা; (৪)
-যুগান্তর

## ঢাবি : গুলি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

গুলি ও বোমাবর্ষণের ঘটনায় পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানিয়েছে, রাত পৌনে ১০টার দিকে কাঁটাবন এলাকা থেকে ছাত্রদল ক্যাডাররা হল লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এরপরই এফ রহমান হল, মুহসীন হল ও জহুরুল হক হল থেকে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ৪০/৪৫ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। একই সময় এফ রহমান হলের সামনে পর পর ৬/৭টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ভিসি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, কাঁটাবন এলাকায় কোন গুলি হয়নি। এফ রহমান, জহুরুল হক হল ও মুহসীন হল থেকে ফাঁকা গুলিবর্ষণ করা হয়েছে।

ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাস ও অস্ত্রমুক্ত করার দাবিতে ছাত্রদল গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করে। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য আজ দুপুর ১২টায় উপাচার্য কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। গতকাল ছাত্রলীগের সমাবেশ থেকে নেতারা ক্যাম্পাসের পরিবেশ বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি দাবি জানিয়েছেন।

ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের মিছিল শেষে বটতলায় সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে মঞ্জুর-ই-এলাহী, এবিএম মোশাররফ হোসেন, সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু, শফিউল বারি বাবু, ফরহাদ হোসেন আজাদ, হায়দার আলী লেনিন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। নেতৃবৃন্দ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি উপাচার্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, পুলিশ প্রশাসন যদি ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয় তবে ছাত্রদলের নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ ব্যবস্থা নেবে।

গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দ গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে উপাচার্য একে আজাদ চৌধুরীকে ফেনীর জয়নাল হাজারী ও লক্ষ্মীপুরের তাহেরের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'তিনি নিরাপত্তার নামে ছাত্র-শিক্ষকদের হয়রানি করছেন অথচ পুলিশের নাকের ডগায় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মহড়া দিয়ে চলেছে।' ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি দীপঙ্কর সাহা দীপু সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। অন্যান্যের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি হাসান তারিক চৌধুরী সোহেল, সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ, ছাত্রফ্রন্ট সভাপতি নূরুল ইসলাম, বাসদ ছাত্রলীগ সভাপতি ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রলীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা লতিফুর রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল শেষে ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশ করে। সংগঠনের সভাপতি বাহাদুর বেপারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন, যুগ্ম সম্পাদক লিয়াকত সিকদার, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শাহীন বেগ এবং সাধারণ সম্পাদক একেএম আজিম বক্তব্য রাখেন।

ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পুলিশ প্রভাবমুক্তভাবে দায়িত্ব পালন করবে এটাই স্বাভাবিক। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হলে উঠতে না পারা যে কোন ছাত্রকে সংশ্লিষ্ট হল প্রভোস্ট, প্রক্টর বা উপাচার্যকে অবহিত করে হলে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে সব ছাত্রকে পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখার অনুরোধ করা হয়েছে। এ কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ জানান, হলে ঢালাওভাবে তল্লাশির প্রয়োজনীয়তা কোন প্রভোস্টই অনুভব করছেন না। তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী কোন অভিযোগ পেলে তল্লাশি চালাতে পারে। এদিকে ছাত্রদলের সহ-সভাপতি রেহেনা আক্তার রানুর নেতৃত্বে ১০/১২ জন ছাত্রী গতকাল দুপুরে রোকেয়া হলে গেলে ২